জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

রিসার্চ, প্ল্যানিং এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট
ফোন নং- ৪৭১২০১৭৬

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং- ৮৪১/১৮

তারিখঃ ০১ অক্টোবর ২০১৮ ইং / ১৬ আশ্বিন ১৪২৫ বাং

উপ-মহাব্যবস্থাপক
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/এরিয়া অফিস/কর্পোরেট শাখা/সকল শাখা

বিষয়ঃ 'শিক্ষা ঋণ' কর্মসূচির নীতিমালা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,
দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। জনসাধারনের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও তাদের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি সাধনে জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় শিক্ষা তথা উচ্চ শিক্ষার প্রসারে জনতা ব্যাংক চালু করছে শিক্ষা ঋণ কর্মসূচি। দেশে উচ্চ শিক্ষার হার বর্তমানে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম হওয়ায় অনেক মধ্যবিত্ত/নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অর্থের অভাবে অনেক দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা এমনকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে পড়ার সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া অনেক কর্মজীবী ব্যক্তিরাও বর্তমানে এমবিএ বা অনুরূপ কোন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিতে আগ্রহী হন। এসব ছাত্র-ছাত্রী ও পেশাজীবীদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ঋণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১। **ঋণ কর্মসূচির নামঃ শিক্ষা ঋণ**

২। **ঋণের উদ্দেশ্যঃ** বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের(মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ) ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যয়ভার মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা প্রদান করাই এ ঋণের উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইউজিসি অনুমোদিত (ইউজিসির কালো তালিকাভূক্ত নয়-এমন) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র/ছাত্রীদের বিবেচনা করা হবে। মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের পিতা/মাতা/অভিভাবকদেরকে এ ঋণ প্রদান করা হবে। তবে উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণেচ্ছুক পেশাজীবীরাও এ ঋণ নিতে পারবেন।

৩। **ঋণের প্রকৃতিঃ** মধ্য মেয়াদী ঋণ।

৪। **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ**

ঋণ গ্রহীতার বেতন/আয় ও শিক্ষার্থীর ফলাফলঃ

ক) ঋণের গ্রাহককে বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFI), মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে কর্মরত নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারী হতে হবে এবং কমপক্ষে ২ বছর বর্তমান প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ও স্থায়ী চাকুরে হতে হবে। ঋণগ্রহীতার মাসিক নীট বেতন (Take home pay) ন্যূনতম ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা হতে হবে।

খ) ঋণের আবেদন কালের পূর্ববর্তী (সকল) সেমিস্টার/ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষায় সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তার সিজিপিএ অবশ্যই ২.৭৫ বা তদূর্ধ্ব হতে হবে।

ঋণ গ্রহীতার বয়সঃ

সর্বোচ্চ ৬০ বছর (ঋণের মেয়াদ শেষে)।

৫। **ঋণসীমাঃ**

সহজামানত ব্যতীত ঃ ০.৫০ - ২.০০ লক্ষ টাকা।
সহজামানত সহকারে ঃ সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা।

৬। **ঋণের মেয়াদঃ** সর্বোচ্চ ৫ বছর (৬০ কিস্তি)।

৭। **ঋণ বিতরণকারী শাখাঃ** সকল শাখা

৮। **সুদের হারঃ** বাৎসরিক ১১% (পরিবর্তনশীল)

৯। **ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতাঃ** (লক্ষ টাকায়)

শাখাব্যবস্থাপক (৩য় ও ৪র্থ গ্রেড)	শাখাব্যবস্থাপক (১ম ও ২য় গ্রেড)	এজিএম	ডিজিএম	জিএম	ডিএমডি/এমডি
১.০০	২.০০	৫.০০	৭.০০	১০.০০	--

১০। **প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিঃ** ঋণের আবেদনপত্র(এনেক্সার-'ক')-এর সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি জমা দিতে হবেঃ

ক) শিক্ষার্থীর কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড-এর সত্যায়িত ফটোকপি।

খ) শিক্ষার্থীর অভিভাবকত্ব প্রমাণের জন্য কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিভাগে শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত সেই বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র।

গ) কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কোর্স/ডিগ্রী সম্পন্ন করার মোট সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণী।

ঘ) আবেদনকারীর দপ্তর প্রধান/বেতন প্রদানকারী/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এমপ্লয়ার্স সার্টিফিকেট (এনেক্সার-'খ' মোতাবেক) ও হালনাগাদ বেতন বিবরণী।

ঙ) ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, হালনাগাদ আয়কর সনদপত্র ও আয়কর রিটার্ন ফরমের আইটি ১০-বি এর কপি।

চ) জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি এবং সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি সত্যায়িত ছবি।

ছ) অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাগজপত্র ও দলিলাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১১। **ঋণ বিতরণ পদ্ধতিঃ** মঞ্জুরীকৃত ঋণ আনুপাতিক হারে (প্রতিটি সেমিস্টার/ইয়ার সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের সমপরিমান টাকা) পৃথক পৃথক কিস্তিতে ঋণগ্রহীতার যে সঞ্চয়ী হিসাবে তাঁর মাসিক বেতন জমা হয় সে হিসাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক এ ঋণ বিতরণ করতে হবে। তবে ঋণ বিতরনের পর কোন শিক্ষার্থী সেমিস্টার/ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফলে সিজিপিএ ২.৭৫-এর চেয়ে কম পেলে গ্রাহক আর অবশিষ্ট ঋণ পাবার জন্য বিবেচিত হবেন না। ঋণের পরবর্তী কিস্তি বিতরণের সময় পূর্ববর্তী কিস্তিতে বিতরণকৃত ঋণ সমন্বয় করতে হবে এবং পূর্ববর্তী কিস্তিতে বিতরণকৃত ঋণের টাকা কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করার রশিদের কপি ঋণের কিস্তি বিতরণের আবেদনপত্রের সাথে শাখায় জমা দিতে হবে।

চলমান পাতা-২

১২। ঋণ পরিশোধ/আদায় পদ্ধতিঃ

ক) ট্রাই সেমিস্টার (৪ মাস মেয়াদী) ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রতি সেমিস্টারের জন্য বিতরণকৃত ঋণ ৩টি সমান মাসিক কিস্তিতে ঋণের নির্ধারিত মেয়াদকাল (৪ মাস)-এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

খ) ৬ মাস মেয়াদী সেমিস্টার ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রতি সেমিস্টারের জন্য বিতরণকৃত ঋণ ৫টি সমান মাসিক কিস্তিতে ঋণের নির্ধারিত মেয়াদকাল(৬ মাস)-এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

গ) ইয়ার ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রতি শিক্ষাবর্ষের জন্য বিতরণকৃত ঋণ ১১টি সমান মাসিক কিস্তিতে ঋণের নির্ধারিত মেয়াদকাল(১২ মাস)-এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

ঘ) ঋণ বিতরনের পূর্বে গৃহিত ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়ী হিসাবের চেক ডেবিট করার মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি সমান মাসিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করতে হবে। ঋণ বিতরণের পরবর্তী মাস হতে কিস্তি আদায়যোগ্য হবে। ঋণগ্রহীতাকে প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। ঋণ গ্রহীতার অনুপস্থিতিতে ঋণের গ্যারান্টরকে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

১৩। তদারকি ও পরিবীক্ষণঃ শাখা ব্যবস্থাপক/ঋণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিবিড় তদারকি, নিয়মিত ফলোআপ ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ঋণের কিস্তি যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এরিয়া অফিস/বিভাগীয় কার্যালয় থেকেও ঋণের তদারকি ও মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে।

১৪। রিপোর্টিংঃ এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিতরনকৃত ঋণের মাসিক বিবরণী প্রধান কার্যালয়ের রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট(আরসিডি)-৪ এর পত্র সূত্রঃ আরসিডি-৪/মাসিক বিবরণী/কনজ্যুমার ফাইন্যান্সিং/১৬, তারিখঃ ০৪/১২/২০১৬ মোতাবেক আরসিডি-৪ বরাবর পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিয়মিত প্রেরন করতে হবে।

১৫। দায়-দেনা ও সিআইবি রিপোর্ট গ্রহনঃ ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী গ্রাহকের হালনাগাদ দায়-দেনার তথ্য ও সন্তোষজনক সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ করতে হবে।

১৬। বরাদ্দঃ আলোচ্য ঋণ কর্মসূচিটি কনজ্যুমার ফাইন্যান্সিং-এর আওতাভুক্ত একটি নতুন ঋণ কর্মসূচি বিধায় প্রধান কার্যালয়ের রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট (আরসিডি)-৪ এর পত্র সূত্রঃ আরসিডি-৪/বাজেট/কনজ্যুমার ফাইন্যান্সিং/১৮, তারিখঃ ০১/১০/২০১৮-এর মাধ্যমে প্রদত্ত বরাদ্দ আন্তঃখাত/আন্তঃকর্মসূচি ও আন্তঃমেয়াদ সমন্বয়পূর্বক এই ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে।

১৭। ঋণের জামানতঃ

ক) যথাযথ স্ট্যাম্প সহকারে ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিননামা (গ্যারান্টি) নিতে হবে।

খ) ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ ঋণ গ্রহীতার স্বামী/স্ত্রী/পিতা/মাতা/সহোদর ভাই/সাবালক সন্তান অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত প্রাইমারী স্কুল/হাইস্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পোস্ট মাস্টার, ডাক্তার কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত কর্মকর্তার নিকট হতে তৃতীয় পক্ষীয় গ্যারান্টি গ্রহন করতে হবে। উল্লেখ্য, গ্যারান্টি প্রদানকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

গ) ঋণের কিস্তির সমান সংখ্যক এবং তার অতিরিক্ত ১টি ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়ী হিসাবের চেক গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা বিধির ৮ম সংস্করণের ১৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সহজামানত সংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথ ভাবে অনুসরণপূর্বক বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণের সহজামানত গ্রহণ করতে হবে।

১৮। চার্জ ডক্যুমেন্টসঃ

ক) ডিপি নোট
খ) লেটার অব এ্যারেঞ্জমেন্ট
গ) লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট
ঘ) লেটার অব গ্যারান্টি
ঙ) লেটার অব লিয়েন(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
চ) ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক অন্যান্য চার্জ ডক্যুমেন্টস।

১৯। অন্যান্য শর্তাবলীঃ

ক) ঋণগ্রহীতার নিকট হতে তার ব্যাংক হিসাব বা বেতনের অর্থ থেকে ঋণের কিস্তি/বকেয়া টাকা আদায়ের ক্ষমতা অর্পণপত্র গ্রহণ করতে হবে (এনেক্সার-'গ' মোতাবেক)।

খ) মাসিক বেতন/আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ব্যতিরেকে কিস্তি সংকুলান হয় এরূপ ব্যক্তিদেরকে এ ঋণ প্রদান করা যাবে। উল্লেখ্য, কোন গ্রাহক আরসিডি সার্কুলার নং-৬৩/১৭, তারিখ- ১৭/০৮/২০১৭ এর আওতায় চাকুরিজীবী ঋণ নেয়া সত্ত্বেও তাঁর মাসিক বেতনের এক-তৃতীয়াংশ ব্যতিরেকে কিস্তি সংকুলান হলে তিনি 'শিক্ষা ঋণ' গ্রহন করতে পারবেন।

গ) ঋণ গ্রহণকারী বর্তমান কর্মস্থল হতে বদলী/পদত্যাগ/বরখাস্ত হলে বা তার বাসস্থান অন্য জেলায় স্থানান্তর হলে তাকে ঋণের সমুদয় বকেয়া এককালীন পরিশোধ করতে হবে।

ঘ) ব্যাংক হতে গৃহিত ঋণের অর্থ কোনক্রমেই অন্য উদ্দেশ্য/খাতে ব্যবহার করা যাবে না মর্মে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) ঋণ আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংকের অন্য কোন শাখা হতে উক্ত কর্মসূচির আওতায় কোন ঋণ নেয়া হয় নাই মর্মে ঘোষণা পত্র নিতে হবে।

চ) ঋণ প্রক্রিয়াকরণ, বিতরন ও আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

২০। ঋণ কর্মসূচির বাস্তবায়নঃ 'শিক্ষা ঋণ' কর্মসূচিটি প্রধান কার্যালয়ের রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট (আরসিডি)-৪ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত নীতিমালা ও নির্দেশাবলী অনুসারে আলোচ্য খাতে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেয়া হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

দেলওয়ারা বেগম
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ মোখলেসুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক

অনুলিপিঃ

১. কোম্পানী সচিব, কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. পিএস টু সিইও এন্ড এমডি, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. বাক্তিগত কর্মকর্তা, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সকল মহাব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা/বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর/ঢাকা-দক্ষিণ/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/রংপুর/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ/সিলেট/বরিশাল/ফরিদপুর/নোয়াখালী, লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা।
৫. অফিস নথি।

এনেক্সার-'ক'

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পাসপোর্ট আকারের ছবি
(২ কপি)

শিক্ষা ঋণের আবেদনপত্র

ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
.....শাখা
..... ।

প্রিয় মহোদয়,
আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আমার পুত্র/কন্যা/পোষ্য জনাব .....এর লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে 'শিক্ষা ঋণ' কর্মসূচির আওতায় ..... টাকা ঋণ প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি এবং উক্ত ঋণ মঞ্জুর করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি। আমার ব্যক্তিগত ও এতদসম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

১. নামও পেশা ঃ .....
২. পিতার নাম ও পেশা ঃ .....
৩. মাতার নাম ও পেশা ঃ .....
৪. স্বামী/স্ত্রীর নাম ও পেশা ঃ .....
৫. জন্ম তারিখ ঃ .....
৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ .....
৭. বর্তমান ঠিকানা ঃ .....
৮. স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....
৯. ফোন/মোবাইল ফোন নম্বর ঃ .....
১০. চাকুরিরত প্রতিষ্ঠান/মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা/ফোন নম্বরঃ .....
.....
১১. পদবী ঃ .....
১২. চাকুরিতে যোগদানের/ব্যবসা শুরুর তারিখঃ .....
১৩. চাকুরিতে স্থায়ী হওয়ার তারিখ ঃ .....
১৪. চাকুরি হতে অবসর/পিআরএল-এ গমনের তারিখঃ .....
১৫. মাসিক মোট বেতন/আয় ঃ .....
১৬. মোট দায়-দেনার পরিমান(যদি থাকে)ঃ .....

আমি নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক।

তারিখঃ .....

ঋণ আবেদনকারীর পূর্ণ নামসহ স্বাক্ষর

এনেক্সার-'খ'

এমপ্লয়ার্স সার্টিফিকেট

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব .....,
পিতা/স্বামী ..... অত্র প্রতিষ্ঠানে .....
তারিখ হইতে কর্মরত আছেন। তাহার বর্তমান পদবী ..... ।

তাহার মাসিক মূল বেতন .....টাকা এবং সমস্ত কর্তন বাদ দেওয়ার পর বেতন .....
টাকা।

আমি আরও প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক।

প্রত্যয়নকারীঃ

নাম ঃ.....
পদবী ঃ.....
ঠিকানা ঃ .....
ফোন/মোবাইল ফোন নম্বর ঃ.....

স্বাক্ষর ও সিল
তারিখঃ

এনেক্সার-'গ'

ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
.....শাখা
..... ।

বিষয়ঃ ক্ষমতা অর্পণপত্র।

আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমার অনুকূলে 'শিক্ষা ঋণ' কর্মসূচির আওতায় .....তারিখে .....% সুদ হারে মঞ্জুরীকৃত ঋণাংক..... (কথায়ঃ.....) টাকা। ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে আমি.....টি অগ্রিম তারিখযুক্ত একাউন্ট পেয়ী চেক জমা করিলাম যাহার চেক সিরিজ নম্বর নিম্নরূপঃ

১) . . . . . হইতে . . . . . .
২) . . . . . হইতে . . . . . .
৩) . . . . . হইতে . . . . . .
৪) . . . . . হইতে . . . . . .
৫) . . . . . হইতে . . . . . .

আমি নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে আমি আমার গৃহিত ঋণের পরপর ২টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমার অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত ঋণের হালনাগাদ সুদসহ ঋণের সমুদয় বকেয়া ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তারিখঃ ..... ঋণ আবেদনকারীর পূর্ণ নামসহ স্বাক্ষর

সাক্ষীর স্বাক্ষর ঃ ----------
পূর্ণ নাম ঃ.....
পদবী ঃ.....
ঠিকানা ঃ .....
ফোন/মোবাইল ফোন নম্বর ঃ.....